মেক্সিকোয় বড় পরিসরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ দূতাবাস মেক্সিকো সিটিতে জাতীয় শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (IMLD-2019) পালিত হয়েছে। দূতাবাসের কর্মকর্তারা এবং মেক্সিকোয় বসবাসরত কিছু বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়, যেখানে মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক সকল বাণী (মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী) পাঠ করা হয়।

দিবসের দ্বিতীয় অংশে, দূতাবাস ও আইবারো আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় (Universidad IBERO Americano) যৌথভাবে যথাযথ সম্মান ও গৌরব এবং উৎসাহের সাথে অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

মেক্সিকোতে অবস্থিত কিছু মিশন যেমন- মিশর, তুরস্ক, ইরান, জর্জিয়া, বুলগেরিয়া, ভারত (সর্বদা একজন কর্মকর্তা) ফিলিস্তিন, থাইল্যান্ড, আলজেরিয়া, পানামা, ভিয়েতনাম, কাজাখস্তান, আজারবাইজান, বেলিজ (ডিন) এর রাষ্ট্রদূতবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা তাদের নিজস্ব ভাষায় বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেক্সিকোর একজন রাষ্ট্রদূত পেদ্রো গনছালেজ। এছাড়া শতাধিক শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্বপ্রনোদিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন।

আইবারো অমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা সকল রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং তাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিকভাবে প্রশংসা করেন। এটি তাদের ছাত্রদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে জানার এবং নিজ নিজ ভাষা ও অন্যান্য উপভাষাকে সম্মান ও সংরক্ষণের জন্য একটি বড় প্রেরনা ছিল। আন্তর্জাতিক বহুভাষী পরিবেশে শিক্ষা প্রদানের জন্য ইউনেস্কোর থিমটি – 'International Year of Indigenous Languages' গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের বীরদের অসাধারণ স্মৃতি স্মরণ করেন এবং ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার অবদান উল্লেখ করেন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ভাষণের মাধ্যমে বাংলাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে পরিচিত করান। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং বাংলাদেশের এই ভাষা দিবস কিভাবে বিশ্বব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পরিচিতি পায় তা শিক্ষার্থীদেও উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। তিনি বাংলাদেশ সরকার এবং সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ শ্রোতাদের অবহিত করেন। বর্তমান সরকার টেকসই বহুভাষিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ভাষাভাষিদের উৎসাহিত করে চলেছেন।সরকারি প্রচেষ্টার উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, বর্তমানে আমাদের বহুভাষিক ভিত্তিক শিক্ষার কারণে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী পেশাদার কাজ করছে। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মে সকল জাতির জন্য মাতৃভাষা সংরক্ষণের উপর জোর দেন। তিনি দর্শকদের জানালেন যে, বাংলাদেশ সরকার একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউশন (IMI) প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে সকল বৈশ্বিক ভাষা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রদূত বলেন যে এই বছর 'আদিবাসী ভাষা বছর'। সরকার বাংলাদেশের নিজস্ব ভাষাগুলি শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বর্তমান স্কুল পাঠ্যক্রমে তা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

সেমিনারের শুরুতে মন্ত্রণালয়ের ইপি উইং প্রেরিত একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। মিলনায়তনে প্রবেশের সময় 'শহীদ মিনার' এর একটি ব্যানার তৈরি করা হয়, যেখানে দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রদূত, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও মেক্সিকোয় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীর দ্বারা ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে দূতাবাস অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রদূত, কূটনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের সদস্যরা, প্রবাসী বাংলাদেশী এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিদের মিষ্টি, সামুচা ও সিঙ্গারা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়

২১/০২/২০১৯

Supradip Chakma
Ambassador
Embassy of Bangladesh
Mexico City